আউলাদে রাসূলের ফযিলত

10-July-2025

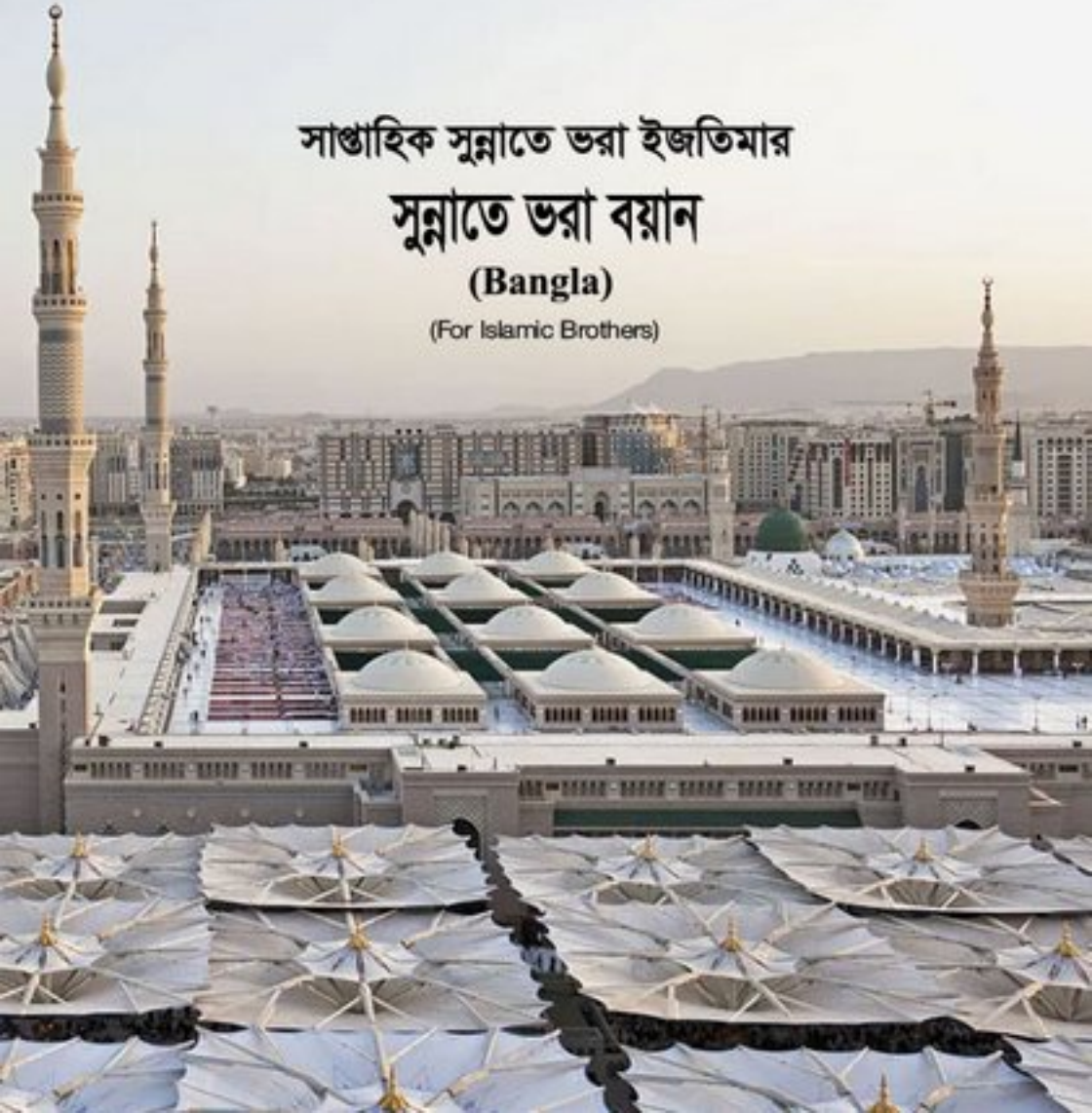

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত 4
বয়ান শোনার নিয়্যত..... 5
তাঁদের পবিত্রতার বর্ণনা স্বয়ং আল্লাহ পাক করেন..... 7
সকল মন্দ চরিত্র থেকে পবিত্র 8
আহলে বাইতে কারা কারা অন্তর্ভুক্ত?..... 8
সাদাতে কিরাম জাহান্নামে যাবেন না (اِنْ شَآءَ الله) 8
যা! তুই নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে নিলি 10
আল্লাহ পাক ওয়াদা করেছেন যে..... 11
তাঁর মতো কেউ হতে পারে না..... 11
সর্বোত্তম বংশের অধিকারী 12
আহলে বাইতের বংশের একটি বৈশিষ্ট্য 13
আওলাদে মুস্তফা কিয়ামতের দিন কোথায় থাকবেন? 14
আহলে বাইত বিশ্ববাসীর জন্য আমান (আশ্রয়) 15
আওলাদে পাকের প্রতি ভালোবাসা ফরয..... 16
ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না 17
মুহাব্বতে আহলে বাইত ইশকে রাসূলের ফল 17
আহলে বাইতের সত্যিকারের আশিক কে...?..... 18
আলে পাকের মারিফতের বরকত 19
আওলাদে আতহারের সংখ্যা..... 19
আহলে বাইতের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীদের পরিণতি..... 21
আহলে বাইতের সাথে শত্রুতা পোষণকারী জাহান্নামী 21
যদি সাদাতে কিরাম গুনাহ করে বসেন তাহলে...!! 21

নেক আমল নম্বর ৪২ এর প্রতি উৎসাহ প্রদান..... 22
মাযার শরীফে উপস্থিতির আদব..... 24
ঘোষণা..... 25
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া..... 25
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:..... 25
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা: 25
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা: 26
(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:..... 26
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:..... 26
(৬) দরূদে শাফায়াত: 27
(১) এক হাজার দিনের নেকী 27
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: 27
মাযার যিয়ারতের অবশিষ্ট আদবসমূহ 28
শত্রুদের কষ্ট থেকে বাঁচার দোয়া 29
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি 30
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: 31
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী 33
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল..... 33
মাসিক ৪টি নেক আমল 33
বার্ষিক ৩টি নেক আমল..... 33
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া..... 34

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী:

اِنَّ اللّٰهَ وَكَّلَ بِقَبْرِیْ مَلَكًا اَعْطَاهُ اَسْمَاعَ الْخَلَائِقِ فَلَا يُصَلِّیْ عَلَیَّ اَحَدٌ اِلٰی يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلَّا اَبْلَغَنِیْ بِاِسْمِهٖ وَاِسْمِ اَبِيْهِ هٰذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَدْ صَلّٰی عَلَيْكَ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক আমার কবরে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন, যাকে সমস্ত সৃষ্টির আওয়াজ শোনার ক্ষমতা দান করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত যে কেউই আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করবে, সেই ফেরেশতা তার এবং তার বাবার নামসহ আমার কাছে পেশ করে (এবং বলে:) অমুকের ছেলে অমুক আপনার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করেছে।

(মাজমাউয যাওয়াইদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাব ফিস সালাতি আলান নাবী... ইত্যাদি, ১০/২৫১, হাদিস: ১৭২৯১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তৈমুর লঙ ছিলেন তৈমুরী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম শাসক। তিনি ১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং

১৪০৫ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ ৬৯ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ১০ বছর বয়সেই কুরআনুল করীম হিফয করে ফেলেছিলেন। শায়খ যাইনুদ্দীন বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: তৈমুর লঙ মৃত্যুশয্যায় (অর্থাৎ যে শেষ রোগে তার মৃত্যু হয়) শায়িত ছিলেন। একদিন তীব্র শোকের কারণে তার চেহারা কালো হয়ে গেল, রঙ বদলে গেল। কিছুক্ষণ পর যখন অবস্থা কিছুটা স্বাভাবিক হলো, তখন লোকেরা তাকে অবস্থা জানাল যে, রোগের তীব্রতার কারণে হঠাৎ আপনার চেহারা কালো হয়ে গিয়েছিল, রঙ বদলে গিয়েছিল। এর উত্তরে তৈমুর লঙ বললেন: আমি আযাবের ফেরেশতাদের দেখেছিলাম, তারা আমার দিকে আসছিল। তাদের দেখে আমার উপর তীব্র শোক ছেয়ে গিয়েছিল, যার কারণে আমার রঙ কালো হয়ে গিয়েছিল। এরপর দ্রুতই উম্মতের দুঃখ মোচনকারী নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ আনলেন এবং ফেরেশতাদের বললেন: "একে ছেড়ে দাও, কারণ সে আমার আওলাদ (অর্থাৎ সৈয়্যদজাদাদের) প্রতি ভালোবাসা রাখে।" একথা শুনে ফেরেশতারা ফিরে গেল।

আল্লামা ইউসুফ বিন ইসমাইল নাবহানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: তৈমুর লঙের ইন্তেকালের পর কেউ একজন স্বপ্নে দেখলেন যে, প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বসে আছেন এবং পাশেই তৈমুর লঙও বসে আছেন। প্রিয় নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বপ্নদ্রষ্টাকে বললেন: হে মুহাম্মদ বিন হাসান! তৈমুর আমার আওলাদদের সাথে ভালোবাসা রাখে।

(আশরাফুল মুয়াব্বাদ লি আ'লে মুহাম্মদ, মাক্বসুদুহু ছালিছ, ফসলু জুমলাতু আছার ও ক্বসাস, ১০২ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তাঁদের পবিত্রতার বর্ণনা স্বয়ং আল্লাহ পাক করেন

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আওলাদে পাক অত্যন্ত উঁচু মর্যাদা, সম্মান ও শানের অধিকারী, অনেক উঁচু স্থানের অধিকারী। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَقَرْنَ فِیْ بُیُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِیْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗؕ اِنَّمَا یُرِیْدُ اللّٰهُ لِیُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَكُمْ تَطْهِیْرًا

(পারা ২২, আহযাব, আয়াত ৩৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর নিজেদের গৃহসমূহে অবস্থান করো এবং বেপর্দা থেকো না যেমন পূর্ববর্তী জাহেলী যুগের পর্দাহীনতা, এবং নামায কায়েম রাখো, যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য করো। আল্লাহ তো এটাই চান, হে নবীর পরিবারবর্গ-যে, তোমাদের থেকে প্রত্যেক অপবিত্রতা দূরীভূত করে দিবেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে খুব পরিচ্ছন্ন করে দিবেন।

তাফসীরে নূরুল ইরফানে আছে: এর অর্থ এই নয় যে, এই আয়াত নাযিল হওয়ার আগে আহলে বাইতগণ مَعَاذَاللّٰه (আল্লাহর পানাহ!) গুনাহগার ছিলেন এবং এরপর পবিত্রতা দান করা হয়েছে। বরং এর অর্থ হলো, হে আহলে বাইতগণ! আল্লাহ পাক তোমাদেরকে গুনাহ ও অনৈতিকতার নাপাকি দ্বারা দূষিত হতে দিবেন না। এ থেকে জানা গেল যে, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র স্ত্রীগণ এবং তাঁর আওলাদে পাকগণ গুনাহ থেকে পবিত্র। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পারা: ২২, সূরা আহযাব, আয়াতের পাদটীকা: ৩৩)**

সকল মন্দ চরিত্র থেকে পবিত্র

সদরুল আফাযিল মুফতি মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই আয়াতে করীমা আহলে বাইতে কিরামের মর্যাদার উৎস। এর দ্বারা আহলে বাইতে পাকের সর্বোচ্চ বৈশিষ্ট্য এবং উঁচু শান ও আযমতের প্রকাশ ঘটে। এবং এ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ পাক আহলে বাইতে পাককে সকল মন্দ চরিত্র থেকে পবিত্র রেখেছেন, বরং যা কিছুই তাদের উঁচু মকাম ও মর্যাদার যোগ্য নয়, আল্লাহ পাক তাদেরকে তা থেকে সুরক্ষিত রাখেন ও বাঁচিয়ে রাখেন। **(সাওয়ানিহে কারবালা, ৮২ পৃ:)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আহলে বাইতে কারা কারা অন্তর্ভুক্ত?

হযরত ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উল্লেখিত আয়াতের অধীনে বলেন: আহলে বাইতে আতহার কারা কারা রয়েছেন, এ বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। তবে সবচেয়ে উত্তম কথা হলো, রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সকল সন্তান, তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ আহলে বাইত, হযরত ইমাম হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এবং হযরত মওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ও তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। **(তাফসীরে কবীর, পারা: ২২, সূরা আহযাব, আয়াতের পাদটীকা: ৩৩, ৯/১৬৮)**

সাদাতে কিরাম জাহান্নামে যাবেন না (اِنْ شَآءَ الله)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখানে একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে, আহলে বাইতে পাকগণ গুনাহ থেকে মাহফুয (সুরক্ষিত), কিন্তু মাছুম (নিষ্পাপ) নন। কারণ নিষ্পাপ শুধু নবীগণ এবং ফেরেশতারাই হয়ে থাকেন। 'মাহফুয' বা সুরক্ষিত এর অর্থ হলো, তাদের থেকে গুনাহ হওয়া

সম্ভব হলেও আল্লাহ পাক তাদেরকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে নেন। পক্ষান্তরে, 'মা'সূম' বা নিষ্পাপ এর অর্থ হলো, ঐ সকল সত্তা যাদের থেকে শরীয়তগতভাবে গুনাহ হওয়া সম্ভবই নয়।

এরপর এটাও মনে রাখতে হবে যে, সাদাতে কিরামের মধ্যে যারা উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন ওলী আল্লাহ, যেমন বিবি ফাতিমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا, ইমাম হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا, এইভাবে হুযুরে গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী, হুযুর দাতা গঞ্জ বখশ আলী হাযভেরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِمَا প্রমূখ, এরা তো গুনাহ থেকে সুরক্ষিত। অন্যান্য সাদাতে কিরামদের থেকে গুনাহ হয়ে তো যায়, কিন্তু اِنۡ شَآءَ اللّٰہ প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ওসিলায় তাদের গুনাহের জন্য পাকড়াও হবে না। এই প্রসঙ্গে আশিকে সাহাবা ও আহলে বাইত, আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর দুটি বরকতময় বাণী শুনুন!

(১) প্রত্যেক বিশুদ্ধ বংশীয় সৈয়্যদ (অর্থাৎ ওই সৈয়্যদ, যিনি প্রকৃতপক্ষে ইলমে ইলাহীতে হাসনাইনে করীমাইনের আওলাদ) নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দেহের অংশ। আর নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দেহের কোনো অংশই জাহান্নামের উপযুক্ত নয়। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৫/৭৩৮)**

(২) অন্য এক জায়গায় তিনি বলেন: হ্যাঁ! ঈমান সালামত (ঈমান নিরাপদ) থাকার শর্তে (অর্থাৎ যে সৈয়্যদজাদার ঈমান নিরাপদ) তার আমল যেমনই হোক না কেন, আল্লাহ পাকের অনুগ্রহের দৃঢ় আশা এটাই যে, যারা তাঁর ইলমে সৈয়্যদ, তাদের কাছ থেকে কোনো গুনাহের জন্য আল্লাহ পাক কোনো জবাবদিহি করবেন না। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৯/৬৪০)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

যা! তুই নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে নিলি

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শিঙ্গা লাগালো এবং তাঁর শরীর মুবারক থেকে যে রক্ত বের হলো, তা দেয়ালের পেছনে গিয়ে পান করে নিলো। তিনি যখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে রক্তগুলো কী করেছো? তখন সে আরয করল: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনার রক্ত মুবারক ছিল, আমি তা মাটিতে ফেলে দেওয়া পছন্দ করিনি, এখন তা আমার পেটে। এ কথা শুনে তিনি বললেন: যা! তুই নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে নিলি।

(আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া, আল মাক্বসুদুস সালিছ, আল ফাসুলল আউয়াল ফি কামালি খলকাতি, ২/৭৬)

মাদারিজুন নুবুওয়াতে আছে: উহুদের যুদ্ধের সময় যখন হুযুরে আকদস صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আহত হলেন, তখন হযরত মালিক বিন সিনান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সেই ক্ষতস্থানের রক্ত চুষে পান করে নিলেন। এর উপর হুযুরে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাকে সুসংবাদ দিলেন যে, যে ব্যক্তি কোনো জান্নাতী ব্যক্তিকে দেখতে চায়, সে যেন একে দেখে।

(মাদারিজুন নবুয়ত, বাবু আউয়ালু দও বয়ান হাসান খলকত ওয়া জামাল, ১/২৬)

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! লক্ষ্য করুন! যে সকল সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শরীর মুবারক থেকে নির্গত হওয়া রক্ত মুবারক পান করেছেন, তারা জাহান্নাম থেকে সুরক্ষিত এবং জান্নাতের উপযুক্ত হয়ে গেছেন। তাহলে ওই পবিত্র সত্তাগণ যারা এই রক্ত দ্বারাই সৃষ্টি এবং সেই মুবারক রক্ত যাদের শিরায় প্রবাহিত, তাদের পর্যন্ত জাহান্নামের আঁচ কীভাবে পৌঁছাতে পারে? **(মাত্বলিউল ক্বমরীন, ৬১ পৃ:)**

আল্লাহ পাক ওয়াদা করেছেন যে...

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন: আমার রব আমার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, আমার আহলে বাইতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের একত্ববাদ এবং আমার রিসালাতের স্বীকারোক্তি দিবে, আল্লাহ পাক তাকে আযাব দিবেন না।

(মুস্তাদরাক, কিতাবু মারিফাতুস সাহাবা, বাবু ওয়া আদনী রব্বী, ৪/১৩২, হাদিস: ৪৭৭২)

তাঁর মতো কেউ হতে পারে না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! রক্ত হারাম। মানুষ তো মানুষ, কোনো হালাল পশুর রক্ত পান করাও জায়িয নয়, কারণ রক্ত নাপাক। কিন্তু আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানই আলাদা। তিনি অতুলনীয় ও অদ্বিতীয়। তাঁর রক্ত মুবারক নাপাক নয়। অনেক সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان তাঁর শরীর মুবারক থেকে নির্গত হওয়া রক্ত মুবারক পান করেছেন এবং প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তা থেকে নিষেধ করেননি। বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারক আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরও বলেন: (তাঁর রক্ত মুবারকের হুকুম সাধারণ মানুষের মতো নয় এবং) এ কথা থেকে এটা আবশ্যক হয় যে, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সাধারণ মানুষের মতো মনে করা, তা কোনো মূর্খ, বেয়াক্কেল এর মুখের কথা হতে পারে। কোথায় সেই মহান মর্যাদা! আর কোথায় সাধারণ মানুষ...!! **(উমদাতুল ক্বারী, কিতাবুল অযু, বাবুল মায়ি, ২/৪৮১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সর্বোত্তম বংশের অধিকারী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আওলাদে মুস্তফারও কী অনন্য শান! এরা এমন উঁচু মর্যাদার অধিকারী যে, তাদের বংশের মতো দুনিয়াতে আর কোনো বংশ নেই। সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا বলেন: রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন, আল্লাহ পাক যখন সৃষ্টিকে দুই ভাগে ভাগ করেন, তখন আমাকে সর্বোত্তম ভাগে রাখেন। তারপর ওই দুই ভাগকে তিন ভাগে ভাগ করেন এবং আমাকে ওই তিন ভাগের মধ্যে সর্বোত্তম ও শ্রেষ্ঠ ভাগে রাখেন। তারপর সেই তিন ভাগের গোত্র (ঞৎরনবং) বানান এবং আমাকে সর্বোত্তম ও শ্রেষ্ঠ গোত্রে রাখেন। তারপর গোত্রগুলোকে পরিবারে বিভক্ত করেন এবং আমাকে সর্বোত্তম ও শ্রেষ্ঠ পরিবারে রাখেন। অতঃপর আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَقَرْنَ فِیْ بُیُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِیْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗؕ اِنَّمَا یُرِیْدُ اللّٰهُ لِیُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَكُمْ تَطْهِیْرًا

(পারা ২২, আহযাব, আয়াত ৩৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর নিজেদের গৃহসমূহে অবস্থান করো এবং বেপর্দা থেকো না যেমন পূর্ববর্তী জাহেলী যুগের পর্দাহীনতা, এবং নামায কায়েম রাখো, যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য করো। আল্লাহ তো এটাই চান, হে নবীর পরিবারবর্গ-যে, তোমাদের থেকে প্রত্যেক অপবিত্রতা দূরীভূত করে দিবেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে খুব পরিচ্ছন্ন করে দিবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আহলে বাইতের বংশের একটি বৈশিষ্ট্য

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, সাদাতে কিরামের বংশ অত্যন্ত ফযিলতপূর্ণ। এর সাথে সাথে এই পবিত্র ও উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন বংশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, কিয়ামতের সেই ভয়ঙ্কর দিনে যখন সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে, মা তার একমাত্র সন্তানকে ছেড়ে পালাবে, বাবা ছেলের হাত ছাড়িয়ে নিবে, কেউ জিজ্ঞেস করবে না কে কার ছেলে আর কে কার ভাই, কিন্তু উৎসর্গিত হয়ে যাই! আহলে বাইতে পাকের শানের উপর যে, তাদের পবিত্র বংশ এমন এক বরকতময় ও মজবুত রশি, যা কখনোই ছিন্ন হবে না। এই বংশ দুনিয়াতেও প্রতিষ্ঠিত, কবরেও কায়িম হবে, হাশরে, মিযানে, পুলসিরাতে সব জায়গায় কাজে আসবে। যেমনটি বর্ণিত আছে: একদিন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফুফু হযরত সুফিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কে কেউ একজন বলে দিল যে, "আল্লাহ পাকের দরবারে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আত্মীয়তা আপনার কোনো কাজে আসবে না।" নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছে যখন এই খবর পৌঁছাল, তখন তাঁর উপর জালালিয়াতের অবস্থা ছেয়ে গেল এবং হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে বললেন: হে বিলাল! লোকদেরকে জমা করো...!! তারপর তিনি মিম্বরে তাশরীফ আনলেন, আল্লাহ পাকের হামদ ও সানা বর্ণনা করলেন এবং বললেন: ঐসব লোকদের কী হলো যারা মনে করে যে, আমার আত্মীয়তা কোনো ফায়দা দিবে না? কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে, কিন্তু আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক ও বংশ দুনিয়া ও আখেরাতে অটুট থাকবে।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবু আলামতুন নুবয়ত, বাবু ফি কারামাতি, ৮/২৮২, হাদিস: ১৩৮২৭)

আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: প্রায় এই শব্দগুলোর হাদিস একাধিক সনদে বর্ণিত আছে এবং এর বাইরেও অনেক হাদিস আছে যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বংশ তাঁর আওলাদদেরকে অবশ্যই উপকার পৌঁছাবে। (اِنْ شَآءَ الله) তাঁরা দুনিয়া থেকে ভালো অবস্থায় বিদায় নিবে এবং আখেরাতে নাজাত পাবে। নিঃসন্দেহে তাঁর পবিত্র আওলাদগণ দুনিয়া ও আখেরাতে বড়ই সৌভাগ্যবান।

(রসায়িলু ইবনু আবেদীন, আর রিসালাতুল উলা, আল ইলমুয যাহির ফি নাফাউন নসবুত তাহির, ১/২৭)

আওলাদে মুস্তফা কিয়ামতের দিন কোথায় থাকবেন?

اَلْحَمْدُ لِلّٰه নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আওলাদে পাক যেমন দুনিয়াতে সরদার, اِنْ شَآءَ الله আখেরাতেও শান্ত ও মর্যাদাপূর্ণ, জাহান্নাম থেকে দূরে এবং জান্নাতের হকদার হবেন। পারা ২৭, সূরাতুর তূর এর আয়াত ২১ এ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ كُلُّ امْرِئٍۢ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ

(পারা ২৭, আত-তুর, আয়াত ২১)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর যারা ঈমান এনেছে আর তাদের সন্তান-সন্ততিগণ ঈমান সহকারে তাদের অনুসরণ করেছে, আমি তাদের সন্তাদেরকে তাদের সাথে মিলন ঘটাবো এবং তাদের কর্মের মধ্যে তাদেরকে কিছুই কম দিব না।

তাফসীরে নূরুল ইরফানে আছে: অর্থাৎ যদি মুমিনদের সন্তান মুমিন হয়, তবে আমরা সন্তানকে জান্নাতে তার মা-বাবার সাথে রাখব, আলাদা করব না। এ থেকে জানা গেল যে, মা-বাবার ওসিলায় সন্তানের

মর্যাদার উন্নত হয়। হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আওলাদ নবী নন, কিন্তু হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে জান্নাতে থাকবেন। ওসিলা প্রমাণিত হলো, এটাও প্রতীয়মান হলো যে, জান্নাতী ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনের সাথে জান্নাতে থাকবে। এমনভাবে যে, যদি বাবার মর্যাদা নিম্ন হয় এবং সন্তানের উচ্চ, তবে বাবাকে উন্নতী দিয়ে সন্তানের কাছে পৌঁছানো হবে। অতএব, اِنْ شَآءَ الله বিবি আমেনা খাতুন, হযরত আব্দুল্লাহ (رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا) এবং হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আওলাদ হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে থাকবেন।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পারা: ২৭, সূরা তুর, আয়াতের পাদটীকা: ২১)

আহলে বাইত বিশ্ববাসীর জন্য আমান (আশ্রয়)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আহলে বাইতে পাকের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য এটাও যে, আহলে বাইতে পাক অর্থাৎ আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কিয়ামত পর্যন্ত আগত আওলাদে পাক এই দুনিয়ার জন্য আমান (আশ্রয়)। হাদিস শরীফে আছে: اَلنُّجُوْمُ اَمَانٌ لِاَهْلِ السَّمَآءِ وَاَهْلُ بَيْتِیْ اَمَانٌ لِاَهْلِ الْاَرْضِ অর্থাৎ, তারকারাজি আসমানবাসীর জন্য শান্তির কারণ এবং আমার আহলে বাইত যমিনবাসীর জন্য আমান তথা আশ্রয়ের কারণ। **(ফাযায়িলুস সাহাবা লি আহমদ বিন হাম্বল, ফাযায়িলু আলা, ২/৫৭১, হাদিস: ১১৪৫)** এক বর্ণনায় আছে: আমার আহলে বাইত যমিনবাসীর জন্য আমান, যখন আমার আহলে বাইত থাকবে না, তখন যমিনবাসীর উপর সেইসব নিদর্শন প্রকাশ হয়ে যাবে, যার ওয়াদা তাদের সাথে করা হয়েছে। **(আশশারফুল মুয়াব্বাদ লি আলে মুহাম্মদ, মাক্বসুদিল আউয়াল, ফসলু ক্বওলা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আহলে বাইতী আমানু লি উম্মতী, ৩২ পৃ:)**

উলামায়ে কিরাম বলেন: দুনিয়া থেকে সাদাতে কিরামের বিদায় নেওয়া কিয়ামতের নিদর্শনগুলোর মধ্যে একটি। অর্থাৎ যখন দুনিয়াতে

একজনও সৈয়দজাদা উপস্থিত থাকবেন না, তখনই কিয়ামত আসবে। আর এর হিকমত হলো, কিয়ামত সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোকদের উপর আসবে, যেখানে সাদাতে কিরাম দুনিয়ার সর্বোত্তম লোক। **(আশশারফুল মুয়াব্বাদ লি আলে মুহাম্মদ, মাক্বসুদিল আউয়াল, ফসলু ক্বওলা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আহলে বাইতী আমানু লি উম্মতী, ৩৩ পৃ:, সারসংক্ষেপ)**

আওলাদে পাকের প্রতি ভালোবাসা ফরয

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! মনে রাখবেন! আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আওলাদে পাকের ভালোবাসা দ্বীনের অংশ। অতএব, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সকল শাহজাদা, সকল শাহজাদীর সাথে ভালোবাসা ও ভক্তি রাখা, হাসনাইন করীমাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যত সৈয়দজাদা তথা আউলাদে রাসূল আছেন, তাদের সকলের সাথে ভালেবাসা রাখা, তাদের সম্মান করা, তাদের ইজ্জত করা আমাদের সকলের উপর অপরিহার্য। আল্লাহ পাক কুরআন করীমে ইরশাদ করেন:

قُلْ لَّاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَیْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبٰى

(পারা ২৫, সূরা শূরা, আয়াত ২৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আপনি বলুন, ‘আমি সেটার জন্য তোমাদের নিকট থেকে কোন পারিশ্রমিক চাই না, কিন্তু নিকটাত্বীয়তার ভালোবাসা।

আল্লামা বাগভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: এই আয়াতে করীমার একটি অর্থ হলো, (হে লোকসকল! আমি তোমাদের দ্বীন শেখাই, তোমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ তোমাদের পর্যন্ত পৌঁছাই) এর জন্য আমি তোমাদের কাছ থেকে কোনো প্রকার প্রতিদান, কোনো বিনিময় চাই না। তবে! আমি তোমাদের আমার নিকট আত্মীয়দের প্রতি ভালেবাসা রাখার নসিহত করছি। এ থেকে জানা গেল; প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালোবাসা,

তাঁর আত্মীয়-স্বজনের ভালোবাসা দ্বীনের ফরায়িয (তথা ফরয কাজ) এর মধ্যে একটি। **(তাফসীরে বাগভী, পারা: ২৫, সূরা শূরা, আয়াতের পাদটীকা: ২৩, ৪/৮১)**

ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهٖ অর্থাৎ, কোনো বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয় হই। وَذَاتِيْ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهٖ এবং আমার সত্তা তার নিজের সত্তার চেয়ে বেশি প্রিয় না হয়। وَتَكُوْنَ عِتْرَتِيْ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ عِتْرَتِهٖ এবং আমার আওলাদ তার নিজের আওলাদের চেয়ে প্রিয় না হয়। وَاَهْلِيْ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ اَهْلِهٖ এবং আমার আহলে বাইত তার নিজের পরিবারের চেয়ে বেশি প্রিয় ও মাহবুব না হয়ে যায়।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিল হুব্বিন নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, ২/১৮৯, হাদিস: ১৫০৫)

মুহাব্বতে আহলে বাইত ইশকে রাসূলের ফল

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: اَحِبُّوا اللّٰهَ لِمَا يَغْذُوْكُمْ مِنْ نِعَمِهٖ অর্থাৎ, আল্লাহ পাককে ভালোবাসো কারণ তিনি তোমাদের নেয়ামত দান করেন। وَاَحِبُّوْنِيْ بِحُبِّ اللّٰهِ এবং আল্লাহ পাকের ভালেবাসার কারণে আমার প্রতি ভালোবাসা রাখো (কারণ আমি হাবিবুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ পাকের প্রিয় বন্ধু)। وَاَحِبُّوْنِيْ بِحُبِّ اللّٰهِ এবং আমার প্রতি মুহাব্বতের কারণে আমার আহলে বাইতের সাথে মুহাব্বত রাখো।

(তিরমিযি, আবওয়াবুল মানাকিব আন রাসূলুল্লাহ, মানাকিবে আহলে বাইতুন নবী, ৮৫৯ পৃ:, হাদিস: ৩৭৯৬)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল; সাহাবায়ে কিরাম এবং আহলে বাইতে পাকের সাথে মুহাব্বত রাখা ইশকে রাসূলের ফল। মুমিন বান্দার পরিচয় হলো, সে আল্লাহ পাককে ভালোবাসে, তার অন্তরে মাহবুবে খোদা, আহমদে মুজতবা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুহাব্বত থাকে। আর যে অন্তরে মুহাব্বতে রাসূল বিদ্যমান, তার পরিচয় হলো, সে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর সাথেও মুহাব্বত রাখে এবং আহলে বাইতে পাক رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ এর প্রতিও মুহাব্বত রাখে। এই সমস্ত সম্পর্ক মেলানোর ফল এটাই হলো যে, সাহাবায়ে কিরাম এবং আহলে বাইতে পাকের মুহাব্বত মুসলমান হওয়ার চিহ্ন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আহলে বাইতের সত্যিকারের আশিক কে...?

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! আহলে বাইতের সত্যিকারের আশিক কে, এটাও শুনে নিন! বর্ণিত আছে: একদিন হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ খুতবা দিচ্ছিলেন, এমন সময় ইমামে আলী মকাম ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাশরীফ নিয়ে এলেন। হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ দ্রুত খুতবা শেষ করে মিম্বর থেকে নেমে গেলেন। এবার হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ মিম্বরে তাশরীফ আনলেন, তিনি আল্লাহ পাকের হামদ ও সানা বর্ণনা করলেন, তারপর বললেন: আমাকে আমার নানাজান জানিয়েছেন যে, আল্লাহ পাক বলেন: আরশে আযমের খুঁটির নিচে সবুজ রঙের একটি ফলক আছে, তাতে লেখা আছে: হে আলে মুহাম্মদের দল! তোমাদের মধ্যে যে কেউ কিয়ামতের দিন لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ এর সাক্ষ্য দিতে দিতে আসবে, আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

এ কথা শুনে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ জিজ্ঞেস করলেন: হে আবু আব্দুল্লাহ (অর্থাৎ ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ)! আলে মুহাম্মদের দল কারা? তিনি বললেন: যারা শায়খাইন অর্থাৎ আবু বকর ও উমরকে, উসমান গণিকে (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ), আমার সম্মানিত পিতা মাওলা আলীকে (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) এবং হে মুয়াবিয়া! (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) আপনাকে মন্দ বলে না, তারাই আলে মুহাম্মদের দল। **(তারিখে মদীনা দামেস্ক, ১৪/১১৩-১১৪)**

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! জানা গেল; যে সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এরও আদব করে, চার ইয়ারানে নবীরও আদব করে এবং খালুল মু'মিনীন (অর্থাৎ সকল মুসলমানের মামা) হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বিরুদ্ধেও মুখ খোলে না, সেই হলো সত্যিকারের আশিকে আহলে বাইত।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

আলে পাকের মারিফতের বরকত

হযরত আল্লামা কাযী আয়ায মালিকী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ 'শিফা শরীফ'-এ নকল করেন: আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বলেছেন: আলে মুহাম্মদের মারিফত (অর্থাৎ পরিচয়) জাহান্নাম থেকে মুক্তি, তাদের প্রতি ভালোবাসা পুলসিরাতে সহজতা এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা আল্লাহ পাকের আযাব থেকে নিরাপত্তা।

(আশ-শিফা, বাবুস ছালিছ, ফসলু ফি তাওকিরা ওয়া বিররে আলাহ, দ্বিতীয় অংশ, ৪০ পৃ:)

আওলাদে আতহারের সংখ্যা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা শুনলাম! আলে নবীর মারিফত (অর্থাৎ পরিচয়, যেমন তাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা, তাদের মর্যাদা

সম্পর্কে জানা ইত্যাদি) জাহান্নাম থেকে নাজাতের (মাধ্যম)। আসুন! আওলাদে মুস্তফার সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য জেনে নিই:

উলামায়ে কিরামের ঐকমত্য আছে যে, রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাহজাদীরা ৪ জনই (না ৩ জন, না ৫ জন)। তবে শাহজাদাদের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। বেশিরভাগ উলামায়ে কিরাম বলেন যে, তাঁর আওলাদে পাকের সংখ্যা ৭ জন। তাদের মধ্যে ৪ জন শাহজাদী: (১): হযরত যয়নব (২): হযরত রুকাইয়া (৩): হযরত উম্মে কুলসুম এবং (৪): হযরত ফাতিমাতুয যাহরা رَضِیَ اللهُ عَنْهُنَّ। এবং ৩ জন শাহজাদা: (৫): হযরত কাসিম (৬): হযরত আব্দুল্লাহ এবং (৭): হযরত ইবরাহীম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ।

হুযুরে আকদাস صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সকল শাহজাদা ছোট বয়সেই ইন্তেকাল করেন, যেখানে শাহজাদীরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। হযরত যয়নব, হযরত রুকাইয়া এবং হযরত উম্মে কুলসুম رَضِیَ اللهُ عَنْهُنَّ তো তাঁর জাহেরী জিন্দেগী মুবারকেই ইন্তেকাল করেছিলেন। চতুর্থ শাহজাদী হযরত ফাতিমাতুয যাহরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا তাঁর ওফাতের পর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। প্রথম তিন শাহজাদীর আওলাদ থেকে নসব (বংশ) এগোতে পারেনি, শুধুমাত্র হযরত ফাতিমাতুয যাহরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا থেকেই বংশ এগিয়েছে। এখন দুনিয়াতে যত সৈয়দ আছেন, তারা সবাই হযরত ইমাম হাসান মুজতবা এবং হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর আওলাদ।

আওলাদে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য মাকতাবাতুল মদীনার সংক্ষিপ্ত বই "আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাহজাদা ও শাহজাদীগণ" পড়ে নিন!

আহলে বাইতের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীদের পরিণতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেমনিভাবে আওলাদে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে মুহাব্বত রাখার অগণিত ফযিলত ও বরকত রয়েছে, তেমনই তাদের সাথে বিদ্বেষ ও শত্রুতা রাখারও বড় কঠোর শাস্তির সতর্কবাণী রয়েছে। যেমন:

আহলে বাইতের সাথে শত্রুতা পোষণকারী জাহান্নামী

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: যদি কোনো ব্যক্তি কাবা শরীফ এবং মাকামে ইবরাহীমের মাঝে নামায পড়ে, সেখানেই থেকে রোযা রাখে, তারপরও যদি সে আহলে বাইতের শত্রুতা নিয়ে মারা যায়, তবে সে জাহান্নামে যাবে।

(মু'জামু কবীর, ৫/৩১৯, হাদিস: ১১২৪৯)

যদি সাদাতে কিরাম গুনাহ করে বসেন তাহলে...!!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটাও মনে রাখবেন! যে, যদি مَعَاذَ الله (আল্লাহ না করুক) কোনো সৈয়দ সাহেব গুনাহে লিপ্ত থাকেন, তবুও তাঁর সাথে বিয়াদবি করার অনুমতি নেই। তাঁর আদবের প্রতি যথাযথ প্রতিষ্ঠিত থাকবে, কারণ সাদাতে কিরামের আদব তাদের ব্যক্তিগত কারণে নয়, বরং সাদাতের সরদার, রাসূলে মুখতার, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পর্কের কারণে। অতএব, কোনো সৈয়দ সাহেবকে কোনো শরীয়তবিরোধী কাজে ব্যস্ত দেখলেও তাঁর বিরুদ্ধে অন্তরে ময়লা আসতে দিবেন না, বরং আদবের সাথে তাকে নেকীর দাওয়াত দেওয়া উচিত। আল্লামা ইবনে হাজার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: এক ইমাম সাহেব সৈয়দজাদাদের খুব সম্মান করতেন। কেউ তাকে জিজ্ঞেস করল: আপনি সৈয়দজাদাদের

এত সম্মান কেন করেন? ইমাম সাহেব বললেন: এক সৈয়দ সাহেব ছিলেন যিনি অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যস্ত থাকতেন। যখন তাঁর ইন্তেকাল হলো, তখন আমার উস্তাদ সাহেব তাঁর জানাযা পড়াননি। পরে আমার উস্তাদ সাহেবকে স্বপ্নে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত নসীব হলো। তাঁর সাথে তাঁর শাহজাদী হযরত খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللهُ عَنْهَا ও ছিলেন। সায়্যিদায়ে কায়েনাত رَضِیَ اللهُ عَنْهَا আমার উস্তাদে মুহতারাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। উস্তাদে মুহতারাম আদবের সাথে অনুরোধ করলে তিনি বললেন: আমাদের আওলাদের ইজ্জত করার জন্য কি আমাদের ইজ্জত ও আযমত যথেষ্ট নয়...!! **(আশ শারফুল মুয়াব্বাদ লি আলে মুহাম্মদ, মাকৃসুদুছ ছালিছ, ফসলু জুমলাতু আছার ও কৃসাস, ১০২ পৃ:)** (অর্থাৎ যদি আমাদের আওলাদের মধ্যে তোমরা কোনো নেকী দেখতে না পাও, তবে আমরা তো সম্মান ও শ্রদ্ধার অধিকারী, আমাদের ইজ্জতের খাতিরেই আমাদের আওলাদের সম্মান করো!) আল্লাহ পাক আমাদের সৈয়দজাদাদের আদব ও সম্মান করার তাওফিক দান করুক।

আল্লাহ পাক আমাদের সাহাবায়ে কিরাম এবং আহলে বাইতে পাক رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ এর আদবকারী, সত্যিকারের আশিক বানিয়ে দিক এবং তাদের প্রতি শত্রুতা ও অবমাননা থেকে সর্বদা হেফাযত করুক।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

নেক আমল নম্বর ৪২ এর প্রতি উৎসাহ প্রদান

হে আশিকানে রাসূল! সাহাবা ও আহলে বাইতের ভালোবাসা অন্তরে বৃদ্ধি করতে, সাদাতে কেরামের প্রতি আদবশীল হতে, গুনাহ থেকে বাঁচতে এবং নেক কাজে অবিচল থাকার জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে যুক্ত হয়ে যান এবং

যেলি হালকার ১২টি দ্বীনি কাজেও খুব অংশগ্রহণ করুন! "৭২ নেক আমল" এর উপর আমল করুন এবং কাফেলায় সফর করুন! এর বরকতে اِنْ شَآءَ الله দ্বীন ও দুনিয়ার অসংখ্য কল্যাণ নসীব হবে।

শায়েখে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদত্ত "৭২ নেক আমল" এর মধ্যে একটি নেক আমল নম্বর ৪২ হলো এই যে, "আজ আপনি কি এমন কোনো বিনয়সূচক শব্দ, যা অন্তর সমর্থন করে না, ব্যবহার করে নিফাক ও রিয়াকারীর মতো অপরাধ করেছেন? যেমন, মানুষের অন্তরে নিজের সম্মান তৈরির জন্য এভাবে বলা: 'আমি তুচ্ছ, আমি অধম', অথচ অন্তরে এমনটা মনে না করা।" এটি এমন একটি নেক আমল যার উপর আমল করার বরকতে আমরা নিফাক ও রিয়াকারীর মতো বাতেনী (অভ্যন্তরীণ) গুনাহ থেকে বাঁচতে পারি। আল্লাহ পাক আমাদেরকে নেক আমলের উপর আমল করার তাওফিক দান করুক।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানকে সমাপ্তির দিকে নিয়ে যেতে যেতে সুন্নাতের ফযিলত এবং জীবনযাপনের কিছু আদব বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ اَحَبَّ سُنَّتِی فَقَدْ اَحَبَّنِی وَمَنْ اَحَبَّنِی كَانَ مَعِیَ فِی الْجَنَّةِ যে আমার সুন্নাতকে ভালোবাসলো, সে আমাকেই ভালোবাসলো, আর যে আমাকে ভালোবাসলো, সে জান্নাতে আমার সাথেই থাকবে।

(মিশকাত, কিতাবুল ঈমান, বাবুল ই'তিসাম, ১/৫৫, হাদিস: ১৭৫)

মাযার শরীফে উপস্থিতির আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন, মাকতাবাতুল মদীনার রিসালা "মাযারাতে আউলিয়া কী হিকায়াত" থেকে মাযার শরীফে উপস্থিতির পদ্ধতি এবং এর মাদানী ফুল শ্রবণ করি, যেমন;

আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর পবিত্র মাযারসমূহে হাজিরা দেওয়া এবং তাঁদের থেকে ফয়েজ অর্জন করা বুজুর্গানে দ্বীনের রীতি ছিল। যেমন, ফিকহে হাম্বলীর অনুসারীদের শাইখ ইমাম খল্লাল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার যখনই কোনো সমস্যা হতো, আমি ইমাম মূসা কাযিম বিন জাফর সাদিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাযারে উপস্থিত হয়ে তাঁর উসিলা পেশ করতাম। আল্লাহ করীম আমার মুশকিল আসান করে আমার উদ্দেশ্য পূরণ করে দিতেন। **(তারীখে বাগদাদ, ১/১৩৩)** ✯ ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার যখন কোনো প্রয়োজন হতো, আমি দুই রাকাত নামায আদায় করে ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নূরানী মাযারে গিয়ে দোয়া করতাম, আল্লাহ করীম আমার প্রয়োজন পূরণ করে দিতেন। **(আল-খাইরাতুল হিসান, ২৩০ পৃ:)** (যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহ পাকের ওলীর মাযার শরীফ বা) কোনো মুসলমানের কবর যিয়ারত করতে চায়, তবে মুস্তাহাব হলো, প্রথমে নিজ গৃহে (গাইরে মাকরুহ ওয়াক্তে) দুই (২) রাকাত নফল পড়বে, প্রতি রাকাতে সূরা ফাতেহার এর পর এক (১) বার আয়াতুল কুরসী এবং তিন (৩) বার সূরা ইখলাস পড়বে এবং এই নামাযের সাওয়াব কবরবাসীকে পৌঁছাবে। আল্লাহ করীম ওই মৃত ব্যক্তির কবরে নূর সৃজন করবেন এবং এই (সাওয়াব পৌঁছানো) ব্যক্তিকে অনেক বেশি সাওয়াব দান করবেন।

(ফতোওয়ায়ে আলমগীরী, ৫/৩৫০)

ঘোষণা

মাযার শরীফে উপস্থিতির অবশিষ্ট মাদানী ফুল তরবিয়তী হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং সেগুলো জানার জন্য তরবিয়তী হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ

পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ১০ জুলাই ২০২৫ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

মাযার যিয়ারতের অবশিষ্ট আদবসমূহ

✯ অতঃপর ভালো ভালো নিয়্যত করার পর মাযারের দিকে রওয়ানা হবেন এবং (যিয়ারতকারীর উচিত আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর) পবিত্র মাযারে উপস্থিত হওয়ার জন্য পায়ের দিক থেকে যাওয়া এবং কমপক্ষে চার (৪) হাত দূরত্বে চেহারার সামনে দাঁড়ানো এবং মাঝারি আওয়াজে এভাবে সালাম পেশ করা: اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدِیْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ এরপর "দরূদে গাউসিয়া" তিন (৩) বার, আলহামদু শরীফ এক (১) বার, আয়াতুল কুরসী এক (১) বার, সূরা ইখলাস সাত (৭) বার, তারপর আবার "দরূদে গাউসিয়া" সাত (৭) বার এবং সময় ও সুযোগ থাকলে সূরা ইয়াসীন ও সূরা মুলকও পাঠ করে আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করবেন যে, ‘হে আল্লাহ! এই কিরাতের উপর আমাকে এমন সাওয়াব দিন যা আপনার অনুগ্রহের শান অনুযায়ী, ততটুকু নয় যা আমার আমলের শান অনুযায়ী। এবং এটিকে আমার পক্ষ থেকে এই মকবুল বান্দার প্রতি উপহার হিসেবে পৌঁছিয়ে দিন।’ তারপর নিজের জায়িয ও শরীয়তসম্মত মনোবাসনার জন্য দোয়া করবেন এবং সাহেবে মাযারের রূহকে আল্লাহ পাকের দরবারে নিজের জন্য ওসীলা পেশ করবেন। তারপর সেভাবেই সালাম করে ফিরে আসবেন। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৫২২)** ✯ হাযিরির আদবের প্রতি খেয়াল রেখে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য মাযারে হাযিরা দিন। ✯ যথাসম্ভব ওযূ অবস্থায় থাকুন। ✯ হাযিরির জন্য যাওয়ার সময়

www.dawateislami.net

ওযূ করে যান এবং যিকির ও দরূদের মাধ্যমে নিজের জিহ্বাকে সতেজ রাখুন। **(মাযারাতে আউলিয়ার হিকায়াত, ৭ পৃ:)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শত্রুদের কষ্ট থেকে বাঁচার দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতেমার সিডিউল অনুযায়ী "শত্রুদের কষ্ট থেকে বাঁচার দোয়া" মুখস্থ করানো হবে। সেই দোয়াটি হলো:

ﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺ

অনুবাদ: হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের যালিম সম্প্রদায়ের জন্য পরীক্ষার বস্তু বানাবেন না এবং আপনার রহমত দ্বারা আমাদেরকে কাফের সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দান করুন। **(ফয়যানে দোয়া, ২৫৫ পৃ:)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম।

(জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।

২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকের** হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।

৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (✓) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে

কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিচ্ছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسۡمِ الله পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net